সাংবাদ সম্মেলনের জন্য সারমর্ম, তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০১৬

আসন্ন ২-৫ নভেম্বর'২০১৬ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত এশিয় মন্ত্রী পর্যায়ের দিল্লি সম্মেলন ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ এবং এনজিওদের আহবান।

" আঞ্চলিক নদী ব্যবস্থাপনা, আন্তসীমান্ত সহযোগিতা এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এশিয়া অঞ্চলের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের মৌলিক ভিত্তি হতে হবে"।

১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ সংক্রান্ত এশিয় দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায় দিল্লি সম্মেলন ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর হিসেবে ৬টি দাবি আমরা নিয়ে যাচ্ছি তা আপনাদের নিকট উপস্থাপন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার জন্য আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সম্মেলনের মাধ্যমে দাবীসমূহ আরো ব্যপক প্রচার পাবে, যা পক্ষান্তরে এশিয় নেতৃবৃন্দের নিকট বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের দাবীসমূহের গুরুত্ব আরোও বৃদ্ধি করবে।

২. দাবীসমূহে স্বাক্ষরদানকারী এবং আজকের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজক সংগঠনসমূহ হলো একশন এইড বাংলাদেশ, একশন ফেইম, ব্র্যাক, খ্রিস্টান এইড, কোস্ট ট্রাস্ট, কনসার্ন ওর্য়াল্ড ওআইড, ডান চার্চ এইড, দিশারী কনর্সোটিয়াম, ডিজাস্টার ফোরাম, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ, লাইট হাউজ, মুসলিম এইড, নিরাপদ, পিদিম ফাউন্ডেশন, অক্সফাম, প্লান বাংলাদেশ, সেবা মানব কল্যাণ কেন্দ্র, প্র্যাক্টিক্যাল একশন, এসকেএস ফাউন্ডেশন, টিয়ার ফান্ড এবং ওর্য়াল্ড ভিশন। যাদের লোগো ব্যানারে দেওয়া আছে।

৩. গত ১৮ মার্চ ২০১৫ জাপানের সেন্দাই শহরে জাতিসংঘের আয়োজনে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের ও রাস্ট্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Hyogo Framework for Action (HFA 2005-2015) বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহের অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। একই সাথে এর অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ২০১৪-১৫ সময়ে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক দফতরের আয়োজনে রাস্ট্রসমূহের মধ্যে পরিচালিত আলাপ আলোচনা এবং সমোঝোতার ফলাফল হিসেবে The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 ঘোষনা করা হয়। এই কর্মকাঠামোর আলোকে এশিয়ার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্দ্যেশে ভারত সরকারে আয়োজনে, নিউ দিল্লিতে ২-৫ নভে'২০১৬, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক এশিয়ান দেশসমূহের মন্ত্রী পর্যায়ে কনফারেন্স, (AMCDRR 2016) অনুষ্ঠিত হবে।

৪. উক্ত কনফারেন্সের প্রধান তিনটি ফলাফল আশা করা হচ্ছে; ১. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে এশিয়ান সরকারসমূহের একটি যৌথ ঘোষণা, ২. সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তায়নে এশিয়া অঞ্চলের জন্য একটি পরিকল্পনায় এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সম্মতি, এবং ৩. সেন্দাই কর্মকাঠামো বাস্তায়নে এশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার; এনজিও, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, গবেষকসহ অন্যান্যদের দায় দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার স্বপ্রণোদিত ঘোষণা।

৫. এ সম্মেলনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের পক্ষথেকে বিগত কয়েক সপ্তাহের নিজেদেও মধ্যে ২টি আলোচনা সভা, এবং আনলাইন প্রচারের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ মাধ্যমে খসড়া আহবান পত্র তৈরি করা হয়। গত ২৩ অক্টোবর'১৬ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে একটি উক্ত সেমিনারের মাধ্যমে উক্ত আহবান পত্র আরো সমৃদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ অন্যান্য ব্যাক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিগণ সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। উক্ত সেমিনার থেকে প্রাপ্ত মতামতের সমন্বয়ে নাগরিক সমাজের আহবান পত্রটি চুড়ান্ত করা হয়। আজকের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আহবান পত্রটি প্রকাশ করা হলো। এটি দিল্লী কন্ফারেন্সে প্রচার ও প্রকাশের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।

আহবান পত্রটিকে যা আছে:

প্রেক্ষাপট; প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচাইতে বিপদাপন্ন জনগণ বাংলাদেশে বসাবাস করছে:

বাংলাদেশে প্রায় ১৬ কোটি লোকের বসবাস, যেটি এশিয়ায় তৃতীয় জনবহুল দেশ। এদেশে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, অতি জোয়াড়, নদী ও সমুদ্র ভাংগন, ঘূর্ণিঝড়, খরা এবং ভূমিকম্প। প্রতি বছর প্রায় ৩০% এলাকা বন্যা কবলিত হয় এবং বড় বন্যার (১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৭ সালের বন্যা) সময় প্রায় ৬০% এলাকা তলিয়ে যায়। নদী ও সমুদ্র ভাংগনের কারণে দেশের বড় বড় শহরগুলিতে বস্তিবাসীর প্রায় ৫০% মানুষ তাদের নিজ গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে সমুদ্র পানির উচ্চতা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে উপকূলীয় অঞ্চল লবনাক্ততা বিস্তারের হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গবেষকদের মতে বালাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার আশংকা রয়েছে। যে প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, এশিয়ান নেতৃবৃন্দের উদ্দ্যেশে নিচের ৬টি দাবী তুলে ধরছে;

দাবী ১: এ অঞ্চলের জনগণের কথা শুনতে হবে এবং বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলের দেশসমূহে নদীভাংগন, বন্যা ও লবনাক্ততা কমিয়ে আনতে আঞ্চলিক নদী অববাহিকা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

দাবী ২: ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ক্ষতি এবং লবন পানির প্রকোপ থেকে উপকুলীয় জনগণকে রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাছাড়া জলবায়ু জনিত কারণে যেসকল গরীব মানুষ শহরে বাধ্য হয়ে অভিবাসী হয়েছে এবং হবে, অফিসিয়াল ডেভেলোপমেন্ট এসিসটেন্স এর মাধ্যমে তাদের জন্য বসত বাড়ি নির্মাণ করতে হবে। কারণ জলবায়ু জনিত বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে এই সহায়তা পাওয়া আমাদের অধিকার।

দাবী ৩: বাস্তুচ্যুত জনগণের অধিকার এবং মর্যদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং জাতিসংঘের অভিবাসী নীতিমালার দিক নির্দেশনা অনুসারে এশীয় দেশেসমূহের বাস্তুচ্যুত জনগণের পুর্নবাসন এর জন্য প্রত্যেক দেশের জাতীয় এবং আন্তসীমান্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

দাবী ৪: এ অঞ্চলের দেশসমূহকে জরুরী সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যাদের দক্ষ জনবল ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি থাকবে এবং দেশের ভিতর বা অন্তদেশীয় যেকোন দুর্যোগে সাড়া দিতে তারা সদা প্রস্তুত থাকবে।

দাবী ৫: সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক পর্যবেক্ষন এবং বাস্তবায়ন দেশীয় ও আন্তদেশীয় একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে হবে, যেখানে বিশেষ করে জনগণ এবং নাগরিক সমাজের অর্ন্তভুক্তি থাকতে হবে।

দাবী ৬: বিশ্ব মানবিক কর্মকান্ড সম্মেলন (WHS) এর জবাবদিহিতা এবং স্থানীয়করণের মূল চেতনাকে উর্দ্ধে রাখতে হবে; (দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমে) স্থানীয় জনগণ এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজকে সর্বাগ্রে গুরত্ব দিতে হবে।

যোগাযোগ:-

শওকত আলী টুটুল
সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট
মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭৭, tutul.coast@gmail.com
www.coastbd.net